বণিক বার্তা
14 JUL 2026

পোশাক শিল্পের মূল সংকট না মিটিয়ে কেবল অর্থায়নে সমাধান মিলবে না

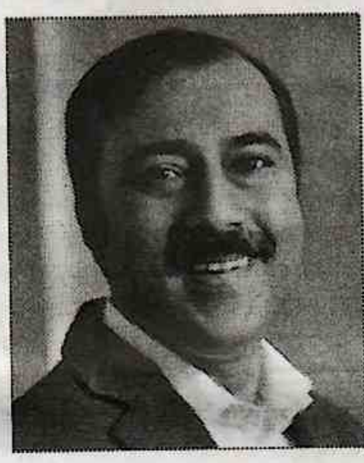

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। দীর্ঘদিন ধরে দেশের রফতানি আয়ের সিংহভাগ জোগান দেয়া এ খাত এখন রফতানি হ্রাস, কারখানা বন্ধ, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার তীব্র চাপের কারণে বহুমাত্রিক সংকটে পড়েছে। এ সংকটকে মোকাবেলায় প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও বাস্তবভিত্তিক নীতিগত সংস্কার।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবির) তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাত ২০২৬ অর্থবছরে ৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলার আয় করেছে। এটি আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ কম। ২০২৫ অর্থবছরে এ খাতের আয় ছিল ৩ হাজার ৯৩৫ কোটি ডলার। এটি কেবল পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন নয়; বরং এ সংকটের গভীরতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কারখানা বন্ধ ও কর্মসংস্থান হ্রাসে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে ১১৩টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৯৬ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যান। একই সময়ে ১২৮টি নতুন কারখানা চালু হয়েছে। কিন্তু এসব কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। সে হিসেবে প্রায় ২২ হাজারেরও বেশি মানুষ জীবিকা হারিয়েছেন। ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত আরো ৩০টিরও বেশি কারখানা উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুধু গত ৬ মাসে বন্ধ হয়েছে ২৭টি পোশাক কারখানা। রফতানি আদেশ কমে যাওয়া, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের মূল্য নিয়ে চাপ এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি— সব মিলিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার লড়াইয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে চরম মূল্য দিচ্ছেন উদ্যোক্তা ও শ্রমিকরা। বেশি চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে অর্থনীতিকে। চাকরি হারিয়ে অনেকেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের সামনে প্রশ্ন— কীভাবে চলবে সংসার, কোথায় মিলবে নতুন কর্মসংস্থান? কারণ শিল্পের এ সংকট কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি একটি গভীর সামাজিক সংকটেও রূপ নিচ্ছে।

শিল্পসংশ্লিষ্টদের মতে, এ সংকটের পেছনে একক কোনো কারণ নেই। এটি একাধিক সমস্যার সম্মিলিত ফল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্বালানি সংকট। দেড় দশক ধরে গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতি দেশের শিল্প খাতের অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে রয়েছে। এর প্রভাব শুধু পোশাক শিল্পেই সীমাবদ্ধ নয়; সুতা, কাপড়, ডায়িং ও অ্যাকসেসরিজসহ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পগুলোও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উদ্যোক্তাদের মতে, বর্তমানে উৎপাদনের একটি বড় অংশ জ্বালানি সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে। পর্যাপ্ত গ্যাসের অভাবে অনেক কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারছে না। নতুন বিনিয়োগ হওয়া বহু শিল্প ইউনিটও গ্যাস সংযোগের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ সরবরাহে নিয়মিত লোডশেডিং পরিস্থিতিকে আরো জটিল অন্যায্য আন্দোলনের ফলে বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

ব্যাংক খাতের অস্থিরতা ও তারল্য সংকট পোশাক শিল্পের জন্য যেন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানে একীভূত ব্যাংকগুলোর গ্রাহক কারখানাগুলো সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছে। তারল্য সংকটের কারণে সময়মতো এলসি খুলতে না পারায় কাঁচামাল আমদানিতে বিলম্ব, উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, ক্রেতার নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতা এবং অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয়ের মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক উদ্যোক্তাকে। ফলে ব্যাংকিং সংকট সরাসরি পোশাক শিল্পের উৎপাদন, রফতানি সক্ষমতা ও ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এ অবস্থায় বন্ধ থাকা কারখানা চালু ও বন্ধ হওয়ার উপক্রম প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য সরকারের ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিবাচক উদ্যোগ। সরকারের এ সময়োপযোগী উদ্যোগ দুটি দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত, এটি সংকটে থাকা শিল্প খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং উৎপাদন ও রফতানি কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি শিল্পোন্নয়ন ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এ ধরনের দূরদর্শী উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ। এ তহবিল যেন প্রকৃত উদ্যোক্তাদের হাতেই পৌঁছে এবং এর কোনো অপচয় বা অপব্যবহারের সুযোগ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে কেবল আর্থিক সহায়তা দিয়ে এ শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সমস্যার মূল কারণগুলোর সমাধান না হলে অর্থায়ন সাময়িক স্বস্তি দিলেও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারবে না।

অর্থায়নের পাশাপাশি এখন জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না। দেশীয় গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান জোরদার করা এবং একটি বাস্তবভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। দীর্ঘদিন ধরে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উত্তোলনে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে, যার প্রভাব শিল্প উৎপাদন ও বিনিয়োগে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই এ স্থবিরতা কাটিয়ে দেশীয় জ্বালানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য অনুকূল নীতিগত পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। বিশেষ করে শিল্প-কারখানায় সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত প্রণোদনা, সহজ অর্থায়ন এবং সহায়ক নীতিমালার মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো গেলে শিল্প খাতের জ্বালানি ব্যয় কমানোর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে।

একই সঙ্গে বন্দর ও কাস্টমস ব্যবস্থাকে আরো ডিজিটাল, স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিত করতে হবে, যাতে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম দ্রুত ও কম ব্যয়ে সম্পন্ন করা যায়। উৎপাদন ব্যয় কমাতে নীতিগত সহায়তা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করাও সময়ের দাবি। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি অস্থিরতা সৃষ্টি করে কারখানা করার মতো পরিস্থিতি শক্তহাতে মোকাবেলা করতে হবে।

আগামী পাঁচ থেকে ১০ বছরের জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক জাতীয় রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। সেখানে শিল্প মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, অর্থনীতিবিদ, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, পরিবহন খাতের প্রতিনিধি এবং নীতিনির্ধারকদের সমন্বয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। দীর্ঘদিন ধরে দেশের রফতানি আয়ের সিংহভাগ জোগান দেয়া এ খাত এখন রফতানি হ্রাস, কারখানা বন্ধ, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার তীব্র চাপের কারণে বহুমাত্রিক সংকটে পড়েছে। এ সংকটকে মোকাবেলায় প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও বাস্তবভিত্তিক নীতিগত সংস্কার।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবির) তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাত ২০২৬ অর্থবছরে ৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলার আয় করেছে। এটি আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ কম। ২০২৫ অর্থবছরে এ খাতের আয় ছিল ৩ হাজার ৯৩৫ কোটি ডলার। এটি কেবল পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন নয়; বরং এ সংকটের গভীরতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কারখানা বন্ধ ও কর্মসংস্থান হ্রাসে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে ১১৩টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৯৬ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যান। একই সময়ে ১২৮টি নতুন কারখানা চালু হয়েছে। কিন্তু এসব কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। সে হিসেবে প্রায় ২২ হাজারেরও বেশি মানুষ জীবিকা হারিয়েছেন। ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত আরো ৩০টিরও বেশি কারখানা উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুধু গত ৬ মাসে বন্ধ হয়েছে ২৭টি পোশাক কারখানা। রফতানি আদেশ কমে যাওয়া, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের মূল্য নিয়ে চাপ এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি— সব মিলিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার লড়াইয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে চরম মূল্য দিচ্ছেন উদ্যোক্তা ও শ্রমিকরা। বেশি চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে অর্থনীতিকে। চাকরি হারিয়ে অনেকেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের সামনে প্রশ্ন— কীভাবে চলবে সংসার, কোথায় মিলবে নতুন কর্মসংস্থান? কারণ শিল্পের এ সংকট কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি একটি গভীর সামাজিক সংকটেও রূপ নিচ্ছে।

শিল্পসংশ্লিষ্টদের মতে, এ সংকটের পেছনে একক কোনো কারণ নেই। এটি একাধিক সমস্যার সম্মিলিত ফল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্বালানি সংকট। দেড় দশক ধরে গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতি দেশের শিল্প খাতের অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে রয়েছে। এর প্রভাব শুধু পোশাক শিল্পেই সীমাবদ্ধ নয়; সুতা, কাপড়, ডায়িং ও অ্যাকসেসরিজসহ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পগুলোও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উদ্যোক্তাদের মতে, বর্তমানে উৎপাদনের একটি বড় অংশ জ্বালানি সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে। পর্যাপ্ত গ্যাসের অভাবে অনেক কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারছে না। নতুন বিনিয়োগ হওয়া বহু শিল্প ইউনিটও গ্যাস সংযোগের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ সরবরাহে নিয়মিত লোডশেডিং পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। এছাড়া কাস্টমস জটিলতা, বন্ড সুবিধা পেতে দীর্ঘসূত্রতা এবং এইচএসকোড-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ব্যবসার ব্যয় ও সময় উভয়ই বেড়ে যাচ্ছে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শিল্প পুনরুদ্ধার ও অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে এখন সবচেয়ে জরুরি উৎপাদনমুখী ও ব্যবসাবান্ধব নীতি। এমন একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যা বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগসহ (এফডিআই) দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। এটি একদিকে শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, অন্যদিকে এতে শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে।

অন্যদিকে শ্রম অসন্তোষ ও অস্থিরতা অনেক সময় উৎপাদন ব্যাহত করছে এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শ্রমিকদের

সময়মতো এলসি খুলতে না পারায় কাঁচামাল আমদানিতে বিলম্ব, উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, ক্রেতার নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতা এবং অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয়ের মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক উদ্যোক্তাকে। ফলে ব্যাংকিং সংকট সরাসরি পোশাক শিল্পের উৎপাদন, রফতানি সক্ষমতা ও ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এ অবস্থায় বন্ধ থাকা কারখানা চালু ও বন্ধ হওয়ার উপক্রম প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য সরকারের ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিবাচক উদ্যোগ। সরকারের এ সময়োপযোগী উদ্যোগ দুটি দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত, এটি সংকটে থাকা শিল্প খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং উৎপাদন ও রফতানি কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি শিল্পোন্নয়ন ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এ ধরনের দূরদর্শী উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ। এ তহবিল যেন প্রকৃত উদ্যোক্তাদের হাতেই পৌঁছে এবং এর কোনো অপচয় বা অপব্যবহারের সুযোগ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে কেবল আর্থিক সহায়তা দিয়ে এ শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সমস্যার মূল কারণগুলোর সমাধান না হলে অর্থায়ন সাময়িক স্বস্তি দিলেও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারবে না।

অর্থায়নের পাশাপাশি এখন জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না। দেশীয় গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান জোরদার করা এবং একটি বাস্তবভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। দীর্ঘদিন ধরে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উত্তোলনে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে, যার প্রভাব শিল্প উৎপাদন ও বিনিয়োগে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই এ স্থবিরতা কাটিয়ে দেশীয় জ্বালানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য অনুকূল নীতিগত পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। বিশেষ করে শিল্প-কারখানায় সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত প্রণোদনা, সহজ অর্থায়ন এবং সহায়ক নীতিমালার মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো গেলে শিল্প খাতের জ্বালানি ব্যয় কমানোর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে।

একই সঙ্গে বন্দর ও কাস্টমস ব্যবস্থাকে আরো ডিজিটাল, স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিত করতে হবে, যাতে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম দ্রুত ও কম ব্যয়ে সম্পন্ন করা যায়। উৎপাদন ব্যয় কমাতে নীতিগত সহায়তা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করাও সময়ের দাবি। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি অস্থিরতা সৃষ্টি করে কারখানা করার মতো পরিস্থিতি শক্তহাতে মোকাবেলা করতে হবে।

আগামী পাঁচ থেকে ১০ বছরের জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক জাতীয় রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। সেখানে শিল্প মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, অর্থনীতিবিদ, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, পরিবহন খাতের প্রতিনিধি এবং নীতিনির্ধারকদের সমন্বয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগই শিল্পটির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজ একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। রফতানি হ্রাস, কারখানা বন্ধ, জ্বালানি সংকট এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার চাপ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে কঠিন। তবে সময়োপযোগী নীতি এবং সরকার-শিল্প মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া গেলে এ খাত আবারো ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। কারণ পোশাক শিল্পের ঘুরে দাঁড়ানো শুধু একটি শিল্পের পুনরুদ্ধার নয়; এটি বাংলাদেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে দেশের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করার পূর্বশর্ত।

আশিকুর রহমান তুহিন : ব্যবস্থাপনা পরিচালক টেড গ্রুপ ও সাবেক পরিচালক, বিজিএমইএ

প্রথম আলো

14 JUL 2026

প্রতিযোগীদের চেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ

তৈরি পোশাক রপ্তানি

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ০.৮৯%। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার বেড়েছে যথাক্রমে ১০.৫ ও ১৭%।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈশ্বিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। তবে প্রবৃদ্ধির দিক থেকে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। গত বছর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে মাত্র দশমিক ৮৯ শতাংশ। একই সময়ে ভিয়েতনামের রপ্তানি সাড়ে ১০, ভারতের ৫, কম্বোডিয়ার প্রায় ১৭, পাকিস্তানের ৬ ও ইন্দোনেশিয়ার ৫ শতাংশ বেড়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস : কি ইনসাইটস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন ২০২৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর বৈশ্বিক পণ্য ও সেবা বাণিজ্য ৭ শতাংশ বেড়ে ৩৪ দশমিক ৬৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আগের বছর এ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৪ শতাংশ। গত বছর বিশ্বে পণ্য বাণিজ্য ৬ শতাংশ এবং সেবা বাণিজ্য ৮ শতাংশ বেড়েছে। বৈশ্বিক বাণিজ্যে সেবা খাতের হিস্যা বেড়ে হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০০৫ সালের পর সর্বোচ্চ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ৫৭৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে, যা আগের বছরের ৫৫০ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৪ শতাংশ বেশি।

ডব্লিউটিওর তথ্য বলছে, টানা দুই বছর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৩৮ বিলিয়ন ডলারের ঘরেই রয়েছে। গত বছর রপ্তানি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। এতে প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র দশমিক ৮৯ শতাংশ। এই হার শুধু প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় নয়, বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির চেয়েও কম। ফলে বাংলাদেশের বৈশ্বিক বাজার হিস্যা কমে ৬ দশমিক ৭৬ শতাংশে নেমেছে, যা ২০২৪ সালে ছিল ৭ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ ও পাল্টা শুল্কের প্রভাবে গত চার বছর ধরে বিশ্ববাজারে চীনের তৈরি পোশাকের বাজার হিস্যা কমছে। সেই বাজার দখলের সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ। বরং ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বাজার হিস্যা বাড়িয়েছে।

ডব্লিউটিওর তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে চীনের বাজার হিস্যা ছিল সাড়ে ৩১ শতাংশ। গত বছর তা কমে ২৭ দশমিক ৩৫ শতাংশে নেমেছে। এরপরও চীন গত বছর ১৫৭ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনাম গত দুই বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বাজার হিস্যা বাড়াচ্ছে। গত বছর দেশটি ৩৭ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার বা সাড়ে ১০ শতাংশ বেশি। এতে দেশটির বৈশ্বিক বাজার হিস্যা বেড়ে ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ হয়েছে।

ভারতের বাজার হিস্যাও টানা দুই বছর বেড়েছে। গত বছর দেশটি ১৭ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৫ শতাংশ। ফলে বাজার হিস্যা ২ দশমিক ৯৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে রপ্তানি কমে যাওয়ায় তুরস্কের বাজার হিস্যা কমেছে। গত বছর দেশটি ১৬ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ কম। এতে বাজার হিস্যা ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ থেকে কমে ২ দশমিক ৯৩ শতাংশে নেমেছে।

বিশ্বের শীর্ষ ১০ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে গত বছর সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে কম্বোডিয়ার। দেশটির ১১ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় ১৭ শতাংশ বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ফলে তাদের বাজার হিস্যা ১ দশমিক ৮০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

এ বিষয়ে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন, বাংলাদেশ কেন প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে যাচ্ছে, তা খুঁজে বের করা জরুরি। তা না হলে দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। বৈশ্বিক তৈরি পোশাকের বাজারে অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে দ্রুত একটি জাতীয় কর্মকৌশল চূড়ান্ত করতে হবে।

ঢাকা।

সমকাল
14 JUL 2026

পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ ৫ দেশ

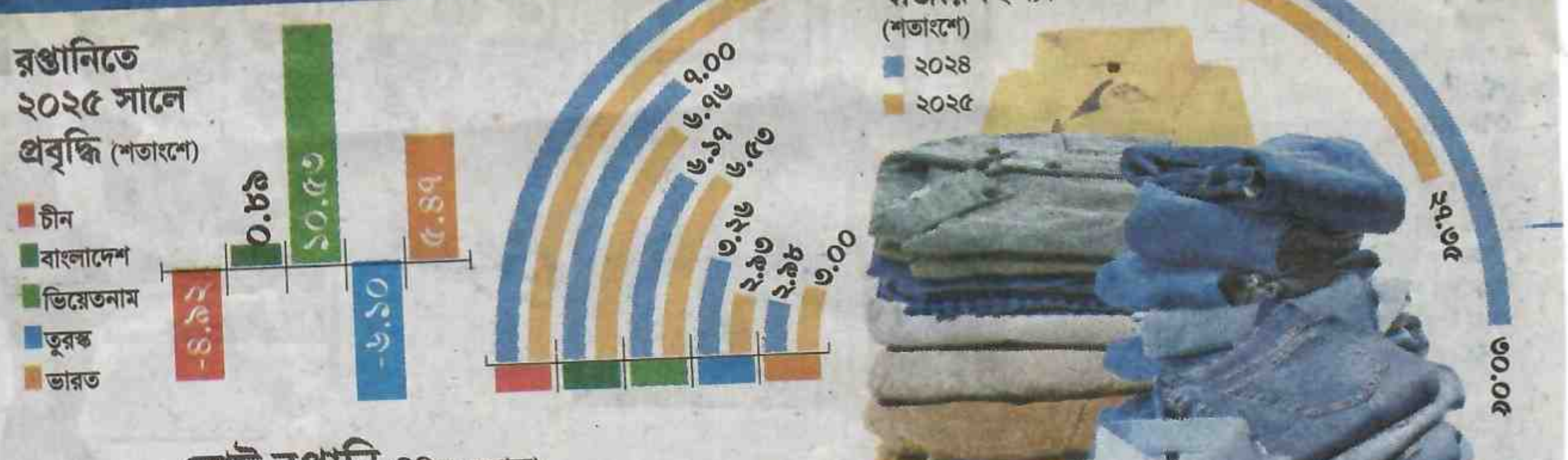

মোট রপ্তানি (বিলিয়ন ডলারে)

	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
চীন	১৭২.৯০	১৮২.৪২	১৬৪.৭৪	১৬৫.২৫	১৫৭.১১
বাংলাদেশ	৩৫.৮১	৪৫.৭১	৩৫.৮৯	৩৮.৪৮	৩৮.৮২
ভিয়েতনাম	৩০.৬২	৩৫.৩০	৩১.২২	৩৩.৯৪	৩৭.৫১
তুরস্ক	১৮.৭৩	১৯.৯০	১৮.৭৩	১৭.৯০	১৬.৮১
ভারত	১৬.১৫	১৭.৬৪	১৫.৩৭	১৬.৩৭	১৭.২৬

পোশাক রপ্তানিতে পঞ্চমবারের মতো দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার তথ্য

- বিশ্ববাজারে হিস্যা কমেছে বাংলাদেশের, বেড়েছে ভিয়েতনামের

■ আবু হেনা মুহিব

২০২৫ সালজুড়ে শিল্প খাতে অস্থিরতা ছিল। শিল্পে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট ছিল চরমে। এর পাশাপাশি শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যাংকিং জটিলতাসহ নানা কারণে ১৪১টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক অস্থিরতার শঙ্কায় তৈরি পোশাকের ব্র্যান্ড-ক্রেতারা রপ্তানি আদেশ কমিয়ে দিয়েছিল। দেশের ভেতর এ রকম নানা সমস্যার মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নিয়ে অস্থিরতা। চার দফা শুল্ক পরিবর্তন করা হয়েছে বাংলাদেশের পণ্যে।

এ রকম আরও কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ ২০২৫ প্রতিবেদন বলছে, পোশাক রপ্তানিতে প্রধান প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার বেশি।

এ নিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখার কৃতিত্ব দেখাল বাংলাদেশ। ২০২০ সালে অতিমারি করোনাকালে বাংলাদেশকে টপকে দ্বিতীয় স্থানটি দখল করে নিয়েছিল ভিয়েতনাম। পরের বছর ২০২১ সালে ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধার করে বাংলাদেশ। তৃতীয় অবস্থানে চলে যায় ভিয়েতনাম। ২০২৪ সালেও পোশাক রপ্তানিতে তৃতীয় ছিল ভিয়েতনাম। ২০২৫ সালেও একই অবস্থানে রইল দেশটি। পোশাক রপ্তানিতে বরাবরের মতো এবারও প্রথম স্থানে আছে চীন।

পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখলেও বৈশ্বিক হিস্যা আরও কিছুটা কমেছে বাংলাদেশের। আগের বছরের হিস্যা ছিল ৭ শতাংশ। ২০২৫ সালে তা ৬ দশমিক ৭৬ শতাংশে নেমেছে। এ নিয়ে টানা দুই বছর বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা কমলো। ২০২৩ সালে হিস্যা ছিল ৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ। ২০২২ সালে ছিল ৭ দশমিক ৯১ শতাংশ, যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনামের হিস্যা গত বছর আরও বেড়েছে। ডব্লিউটিওর তথ্য-উপাত্তে ভিয়েতনামের হিস্যা দাঁড়িয়েছে ৬

সমকালকে বলেন, রপ্তানি খাতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। এ মুহূর্তে জ্বালানি সমস্যা ছাড়া বড় ধরনের কোনো সংকট নেই। ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বলছে, রপ্তানি আদেশ বাড়ছে। আগামী এক বছর রপ্তানি পরিস্থিতি আরও ভালো যাবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ববাজারে পোশাকের প্রধান রপ্তানিকারক অন্য দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে থাকা ভারতের হিস্যা আগের বছরের ২ দশমিক ৯৮ থেকে বেড়ে গত বছর ৩ শতাংশ হয়েছে। পঞ্চম স্থানে থাকা তুরস্কের হিস্যা ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ থেকে কমে ২ দশমিক ৯৩ শতাংশে নেমেছে। সামান্য বেড়েছে কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের। এ দেশগুলো যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় রয়েছে।

ডব্লিউটিওর পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আগের বছরের চেয়ে মাত্র শূন্য দশমিক ৮৯ শতাংশ বেড়েছে। রপ্তানি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন বা তিন হাজার ৮৮২ কোটি ডলারের। আগের বছরের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ৩৪ কোটি ডলার। গত বছর তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজার ছিল ৫৭৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলারের। যা আগের বছর ছিল ৫৪৯ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার।

গত বছর ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশের মতো। দেশটির রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৭ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে যেখানে মাত্র ৩৪ কোটি ডলার, সেখানে ভিয়েতনামের বেড়েছে ৩৫৭ কোটি ডলার। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি ২০২৬

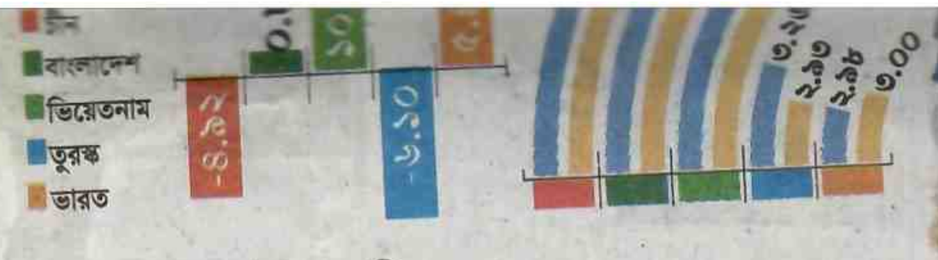

মোট রপ্তানি (বিলিয়ন ডলারে)

	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
চীন	১৭২.৯০	১৮২.৪২	১৬৪.৭৪	১৬৫.২৫	১৫৭.১১
বাংলাদেশ	৩৫.৮১	৪৫.৭১	৩৫.৮৯	৩৮.৪৮	৩৮.৮২
ভিয়েতনাম	৩০.৬২	৩৫.৩০	৩১.২২	৩৩.৯৪	৩৭.৫১
তুরস্ক	১৮.৭৩	১৯.৯০	১৮.৭৩	১৭.৯০	১৬.৮১
ভারত	১৬.১৫	১৭.৬৪	১৫.৩৭	১৬.[illegible]৭	১৭.২৬

পোশাক রপ্তানিতে পঞ্চমবারের মতো দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ

■ আবু হেনা মুহিব

২০২৫ সালজুড়ে শিল্প খাতে অস্থিরতা ছিল। শিল্পে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট ছিল চরমে। এর পাশাপাশি শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যাংকিং জটিলতাসহ নানা কারণে ১৪১টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক অস্থিরতার শঙ্কায় তৈরি পোশাকের ব্র্যান্ড-ক্রেতারা রপ্তানি আদেশ কমিয়ে দিয়েছিল। দেশের ভেতর এ রকম নানা সমস্যার মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নিয়ে অস্থিরতা। চার দফা শুল্ক পরিবর্তন করা হয়েছে বাংলাদেশের পণ্যে।

এ রকম আরও কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ ২০২৫ প্রতিবেদন বলছে, পোশাক রপ্তানিতে প্রধান প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার বেশি।

এ নিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখার কৃতিত্ব দেখাল বাংলাদেশ। ২০২০ সালে অতিমারি করোনাকালে বাংলাদেশকে টপকে দ্বিতীয় স্থানটি দখল করে নিয়েছিল ভিয়েতনাম। পরের বছর ২০২১ সালে ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধার করে বাংলাদেশ। তৃতীয় অবস্থানে চলে যায় ভিয়েতনাম। ২০২৪ সালেও পোশাক রপ্তানিতে তৃতীয় ছিল ভিয়েতনাম। ২০২৫ সালেও একই অবস্থানে রইল দেশটি। পোশাক রপ্তানিতে বরাবরের মতো এবারও প্রথম স্থানে আছে চীন।

পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখলেও বৈশ্বিক হিস্যা আরও কিছুটা কমেছে বাংলাদেশের। আগের বছরের হিস্যা ছিল ৭ শতাংশ। ২০২৫ সালে তা ৬ দশমিক ৭৬ শতাংশে নেমেছে। এ নিয়ে টানা দুই বছর বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা কমলো। ২০২৩ সালে হিস্যা ছিল ৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ। ২০২২ সালে ছিল ৭ দশমিক ৯১ শতাংশ, যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনামের হিস্যা গত বছর আরও বেড়েছে। ডব্লিউটিওর তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, গত বছর ভিয়েতনামের হিস্যা দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ, যা ২০২৪ সালে ছিল ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। গত তিন বছরের মধ্যে ২০২৩ সালে দেশটির হিস্যা ছিল ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে তিন বছর ধরে ভিয়েতনামের হিস্যা বাড়ছে। বিপরীতে হিস্যা কমছে বাংলাদেশের।

চীনের হিস্যাও ধারাবাহিকভাবে কমছে। ২০২৫ সালের হিসাবে বিশ্ববাজার পোশাক রপ্তানিতে চীনের হিস্যা ২৭ দশমিক ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০২৪ সালে এই হিস্যা ছিল ৩০ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ।

পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সমকালকে বলেন, রপ্তানি খাতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। এ মুহূর্তে জ্বালানি সমস্যা ছাড়া বড় ধরনের কোনো সংকট নেই। ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বলছে, রপ্তানি আদেশ বাড়ছে। আগামী এক বছর রপ্তানি পরিস্থিতি আরও ভালো যাবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার তথ্য

- বিশ্ববাজারে হিস্যা কমেছে বাংলাদেশের, বেড়েছে ভিয়েতনামের

বিশ্ববাজারে পোশাকের প্রধান রপ্তানিকারক অন্য দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে থাকা ভারতের হিস্যা আগের বছরের ২ দশমিক ৯৮ থেকে বেড়ে গত বছর ৩ শতাংশ হয়েছে। পঞ্চম স্থানে থাকা তুরস্কের হিস্যা ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ থেকে কমে ২ দশমিক ৯৩ শতাংশে নেমেছে। সামান্য বেড়েছে কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের। এ দেশগুলো যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় রয়েছে।

ডব্লিউটিওর পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আগের বছরের চেয়ে মাত্র শূন্য দশমিক ৮৯ শতাংশ বেড়েছে। রপ্তানি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন বা তিন হাজার ৮৮২ কোটি ডলারের। আগের বছরের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ৩৪ কোটি ডলার। গত বছর তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজার ছিল ৫৭৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলারের। যা আগের বছর ছিল ৫৪৯ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার।

গত বছর ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশের মতো। দেশটির রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৭ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে যেখানে মাত্র ৩৪ কোটি ডলার, সেখানে ভিয়েতনামের বেড়েছে ৩৫৭ কোটি ডলার। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি ২০২৬ সাল শেষে হয়তো বাংলাদেশকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে চলে যেতে পারে ভিয়েতনাম। প্রধান রপ্তানিকারক দেশ চীন গত বছর ১৫৭ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা ২০২৪ সালের চেয়ে ৪ দশমিক ৯২ শতাংশ কম। এক বছরের ব্যবধানে চীনের পোশাক রপ্তানি কমেছে ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। দেশটি ১৬৫ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। তার আগের বছর যা ছিল ১৬৪ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার। তুরস্কের রপ্তানি ৪ দশমিক ৪২ শতাংশ কমেছে। রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক।

The Daily Star
14 JUL 2026

Dhaka pushes for 3yr delay in LDC graduation

Seeks continued market access safeguards, fair trade rules

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Bangladesh has urged the international community to preserve and expand market access for the Least Developed Countries (LDCs) by reversing protectionist trends and ensuring transparent, simplified, and development friendly rules of origin.

Finance and Planning Adviser to the Prime Minister Rashed Al Mahmud Titumir made the call during the General Debate of the High-Level Segment of the UN Economic and Social Council, where he spoke on behalf of the Group of LDCs at the UN in New York yesterday.

"For graduating LDCs navigating complex domestic and global challenges, additional time is a strategic necessity to advance macroeconomic stability, implement the Smooth Transition Strategy (STS), and strengthen critical reforms," he said.

The call comes as the UN Committee for Development Policy has recommended approving Bangladesh's formal request to postpone its LDC graduation from November 2026 to November 2029. The recommendation now awaits formal ratification by the UN General Assembly.

Due to unprecedented political, macroeconomic, environmental, and external shocks, Bangladesh and Nepal have requested a three-year extension of their preparatory period until November 2029.

Describing progress towards the 2030 Agenda for Sustainable Development as alarmingly off track, Titumir said the situation is even more critical for the LDCs.

"Persistent vulnerabilities, aggravated by climate change, rising debt burdens, constrained fiscal space, declining official development assistance (ODA), widening

FROM PAGE 12

digital divides, and limited access to affordable finance continue to impede our development efforts."

He said these challenges not only undermine the implementation of the 2030 Agenda but also put at risk the achievement of the Doha Programme of Action (DPoA), including its goal of enabling additional LDCs to achieve sustainable and irreversible graduation by 2031.

Currently, 14 LDCs are at different stages of the graduation process and continue to require sustained international support.

Titumir said the effective implementation of the DPoA is essential for addressing the structural constraints facing LDCs and strengthening resilience, productive capacity, and long-term sustainable development.

The DPoA Mid-Term Review, to be held next year, provides a critical opportunity to strengthen global partnerships and accelerate the implementation of agreed commitments.

Titumir said the LDC Group urged the participation of heads of state and government, ministers, and leaders of international financial institutions and development partners to ensure that the mid-term review produces transformational and implementable outcomes.

The LDC Group called for urgent action to scale up adequate, predictable, and affordable concessional financing to address debt vulnerabilities, alongside greater investment in education, health, productive capacity, resilient infrastructure, job creation, poverty eradication, social protection, and essential services.

"The international financial architecture must be reformed to better reflect the structural vulnerabilities of LDCs through expanded access to concessional resources, debt suspensions, sustainable debt solutions, and more equitable financing arrangements.

"Support for adaptation, resilience-building, the energy transition, and the Loss and Damage Fund should remain additional, adequate, and readily accessible."

Titumir also called for enhanced international cooperation to strengthen energy security through investment in clean energy and resilient infrastructure.

The Financial Express

14 JUL 2026

BTMA seeks 15pc cap on FoC fabric imports

FE REPORT

The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) has requested the government to tighten the proposed 'Free of Cost' (FoC) import regime by capping cotton yarn and fabric imports at 15 per cent of the previous year's export value and introducing mandatory minimum local value-addition requirements for apparel exports.

In a letter, President of the BTMA Showkat Aziz Russell recently made the requests to Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir, urging necessary amendments to the draft Import Policy Order 2026-2029 to protect national investments and secure the country's economic future.

According to the BTMA, Paragraph 25(2) of the draft Order proposes allowing exporters to import fabrics under the FoC facility for up to 50 per cent of their previous year's export value.

The association warned that if this proposal is implemented in its current form, local spinning, weaving, and fabric processing mills will face catastrophic losses.

Allowing a 50pc free fabric import would drastically lower the demand for local yarn and fabric and jeopardise millions of jobs

The letter highlights that domestic textile mills are already operating below full capacity due to several ongoing challenges, including high interest rates, energy crisis, devaluation of taka, rising production costs and intense international competition.

The BTMA said that allowing a 50 per cent free fabric import under these circumstances would drastically lower the demand for local yarn and fabric, leave massive domestic production capacities unutilised, jeopardise millions of jobs, and severely hurt local value addition and macroeconomic stability.

It has also suggested reducing the proposed 70 per cent FoC limit for synthetic fabrics to 40 per cent until local production capacity improves.

To preserve post-LDC duty-free market access, it also recommended minimum domestic value addition of 50 per cent for cotton apparel and 40 per cent for Man-Made Fibre garments.

The association further suggested limiting FoC facilities to public limited companies with at least five years of export experience, transparent operations, and BIDA approval, while urging the government to retain the proposed ban on FoC imports of knit fabrics under Paragraph 25(11).

The president highlighted the $32 billion private investment in the primary textile sector, noting that textiles and RMG drive 85 per cent of total export earnings, with local mills meeting most yarn and fabric demand.

The local textiles mills meet about 70 per cent of the demands from export-oriented industry.

rezamumu@gmail.com

ঢাকা।

The Financial Express

14 JUL 2026

Exports to Latin America surge 29pc in 4 yrs

FHM HUMAYAN KABIR

Bangladesh's strategic pivot toward non-traditional markets has hit a major milestone as its year-on-year exports to Latin American nations are increasing significantly.

Rising imports by Brazil and Chile have helped Bangladesh make a strong foothold in the South American market, analysts say.

Merchandise shipments to Latin America, especially ready-made garment (RMG), saw a 29.15 per cent growth over the last four fiscal years, pushing Bangladesh one step ahead in diversifying its export market, according to the Export Promotion Bureau's (EPB) official data.

The robust growth underscores the expanding footprint of local manufacturers in the South American continent.

This surge comes at a critical juncture as the nation actively pursues aggressive market diversification strategies to mitigate geopolitical vulnerabilities in its conventional Western strongholds.

According to the EPB data, Bangladesh exported goods worth $367.82 million to the South American market in the fiscal year 2022-23, which grew to $475.04 million in FY26.

In FY24, Latin American countries imported Bangladeshi products worth $362.02 million, which rose to $442.06 million in the following year.

Some Bangladeshi garment makers say if MERCOSUR - the Southern common market trade bloc comprising Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay - eliminates tariff barriers, exports would boost significantly.

Bangladeshi products face high tariffs of up to 35 per cent when entering MERCOSUR.

This rate is part of the bloc's Common External Tariff (CET).

The high duty applies to non-member countries and makes Bangladeshi goods like clothing more expensive to sell in South America.

Local businessmen say men and women suits, sweaters, shirts, T-shirts, jute and jute goods, and leather and leather goods are the major export items from Bangladesh to South America.

According to the EPB, Brazil is the leading importer of Bangladeshi products.

Bangladesh exported goods worth $109.2 million to Brazil in FY23, which increased to $147.58 million in FY2024.

In FY25, shipments maintained momentum and reached $187.34 million, which jumped further to $ 214.69 million in FY26.

Beyond Brazil, Bangladeshi goods are seeing a notable momentum in a trio of South American economies.

Benefiting from a long-standing zero-duty benefit arrangement enacted for developing nations, Chile has evolved into a vital partner.

In FY26, Bangladesh exported goods worth $169.64 million to Chile.

Major shipments to the market included knitted T-shirts, formal men

I SEE PAGE 7 COL 6

Exports to Latin America

I FROM PAGE 8 COL 6

suits, and women's apparel.

Steadily moving up the ranks, Uruguay has absorbed escalating volumes of knitwear, sweaters, and specialised woven items as it imported $39.28 million worth of goods in FY26.

This absorption helped solidify Bangladesh's position in the Southern Cone of the continent.

While the overall trade volume remained relatively modest at $34.93 million in FY26, Argentina recorded a dramatic, multi-fold percentage increase in its imports from Bangladesh over the mid-term. Demand was spearheaded by knit sweaters, activewear, raw jute products, etc.

Analysts say the 29.15 per cent upward trajectory in Latin American shipments indicates that local exporters are successfully penetrating new geographical frontiers.

Trade experts highlight that navigating South America's high tariff barriers remains an operational hurdle.

To lock in these hard-won gains, trade groups like the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) are advising the government to initiate formal Free Trade Agreement (FTA) negotiations with MERCOSUR.

Securing preferential access is deemed essential for preserving [illegible] following Bangladesh's official

exports to Latin American nations are increasing significantly.

Rising imports by Brazil and Chile have helped Bangladesh make a strong foothold in the South American market, analysts say.

Merchandise shipments to Latin America, especially ready-made garment (RMG), saw a 29.15 per cent growth over the last four fiscal years, pushing Bangladesh one step ahead in diversifying its export market, according to the Export Promotion Bureau's (EPB) official data.

The robust growth underscores the expanding footprint of local manufacturers in the South American continent.

This surge comes at a critical juncture as the nation actively pursues aggressive market diversification strategies to mitigate geopolitical vulnerabilities in its conventional Western strongholds.

According to the EPB data, Bangladesh exported goods worth $367.82 million to the South American market in the fiscal year 2022-23, which grew to $475.04 million in FY26.

In FY24, Latin American countries imported Bangladeshi products worth $362.02 million, which rose to $442.06 million in the following year.

Some Bangladeshi garment makers say if MERCOSUR - the Southern common market trade bloc comprising Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay - eliminates tariff barriers, exports would boost significantly.

Bangladeshi products face high tariffs of up to 35 per cent when entering MERCOSUR.

This rate is part of the bloc's Common External Tariff (CET).

The high duty applies to non-member countries and makes Bangladeshi goods like clothing more expensive to sell in South America.

Local businessmen say men and women suits, sweaters, shirts, T-shirts, jute and jute goods, and leather and leather goods are the major export items from Bangladesh to South America.

According to the EPB, Brazil is the leading importer of Bangladeshi products.

Bangladesh exported goods worth $109.2 million to Brazil in FY23, which increased to $147.58 million in FY2024.

In FY25, shipments maintained momentum and reached $187.34 million, which jumped further to $ 214.69 million in FY26.

Beyond Brazil, Bangladeshi goods are seeing a notable momentum in a trio of South American economies.

Benefiting from a long-standing zero-duty benefit arrangement enacted for developing nations, Chile has evolved into a vital partner.

In FY26, Bangladesh exported goods worth $169.64 million to Chile.

Major shipments to the market included knitted T-shirts, formal men

I SEE PAGE 7 COL 6

Annual exports (Million $)

FY23	367.82
FY24	362.02
FY25	442.06
FY26	475.04

4-yr growth: +29.15%

- Sweater
- Shirt and T-shirt
- Jute & jute goods
- Leather & leather goods

Country-wise FY26 exports (Million $)

Brazil	214.69
Chile	169.64
Uruguay	39.28
Argentina	34.93

Key challenge

Up to 35% tariff in MERCOSUR (Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay)

Exports to Latin America

I FROM PAGE 8 COL 6

suits, and women's apparel.

Steadily moving up the ranks, Uruguay has absorbed escalating volumes of knitwear, sweaters, and specialised woven items as it imported $39.28 million worth of goods in FY26.

This absorption helped solidify Bangladesh's position in the Southern Cone of the continent.

While the overall trade volume remained relatively modest at $34.93 million in FY26, Argentina recorded a dramatic, multi-fold percentage increase in its imports from Bangladesh over the mid-term. Demand was spearheaded by knit sweaters, activewear, raw jute products, etc.

Analysts say the 29.15 per cent upward trajectory in Latin American shipments indicates that local exporters are successfully penetrating new geographical frontiers.

Trade experts highlight that navigating South America's high tariff barriers remains an operational hurdle.

To lock in these hard-won gains, trade groups like the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) are advising the government to initiate formal Free Trade Agreement (FTA) negotiations with MERCOSUR.

Securing preferential access is deemed essential for preserving cost competitiveness following Bangladesh's official graduation from the Least Developed Country (LDC) status.

kabirhumayan10@gmail.com

ঢাকা।

~~The Daily Star~~ The Business Standard

14 JUL 2026

BB extends foreign currency-taka swap facility to exporters in specialised economic zones

BANKING – BANGLADESH

TBS REPORT

The Bangladesh Bank has extended the foreign currency (FC)-taka swap facility to exporters operating in the country's specialised economic zones, allowing them to access short-term taka liquidity while retaining their foreign currency holdings.

The central bank issued a circular yesterday permitting Authorised Dealers to execute swap arrangements against unencumbered balances maintained in eligible foreign currency accounts of exporters.

Under the facility, exporters will be able to meet local operational expenses, including wages, utility bills and other working capital needs, without permanently converting their foreign currency holdings. The measure is intended to improve liquidity management while preserving foreign exchange for future international obligations.

~~The Daily Star~~
The Business Standard
14 JUL 2026

Bangladesh posts 0.89% a... export growth in 2025, l... among Asian rivals: W...

EXPORT – BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh has retained its position as the world's second-largest apparel exporter, but its export growth slowed sharply in 2025, trailing almost all of its major Asian competitors as rivals gained ground in the global market.

According to World Trade Organization (WTO) data released recently, Bangladesh exported $38.82 billion worth of garments in 2025, up just 0.89% from $38.48 billion a year earlier.

The slight increase was well below the 4.46% growth recorded by the global apparel market, reflecting that Bangladesh is losing momentum even as worldwide demand recovers.

Only China, Türkiye and the United States posted declines among the major exporters.

Vietnam, Bangladesh's closest competitor, recorded 10.53% growth to $37.51 billion, narrowing the gap between the two countries to just $1.31 billion. Cambodia registered the fastest expansion among leading exporters at 16.88%, while Pakistan grew 6.83%, Indonesia 5.79%, and India 5.47%.

Fazlul Haque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said the slowdown in Bangladesh's export growth was the main concern as competing countries were outperforming it in the global market.

"China and Vietnam pursued aggressive marketing over the past year, particularly after Trump imposed tariffs and Bangladesh could not match that effort. As a result, we have fallen behind in this challenging market, while our competitors have moved ahead," he said.

He warned that unless Bangladesh regains its lost ground quickly, the decline in market share could become permanent. "If buyers who once sourced 50% of their orders from Bangladesh cut that to 45% and shift the rest elsewhere, it may be difficult to win them back. We need to act now and take prompt measures to regain our lost position."

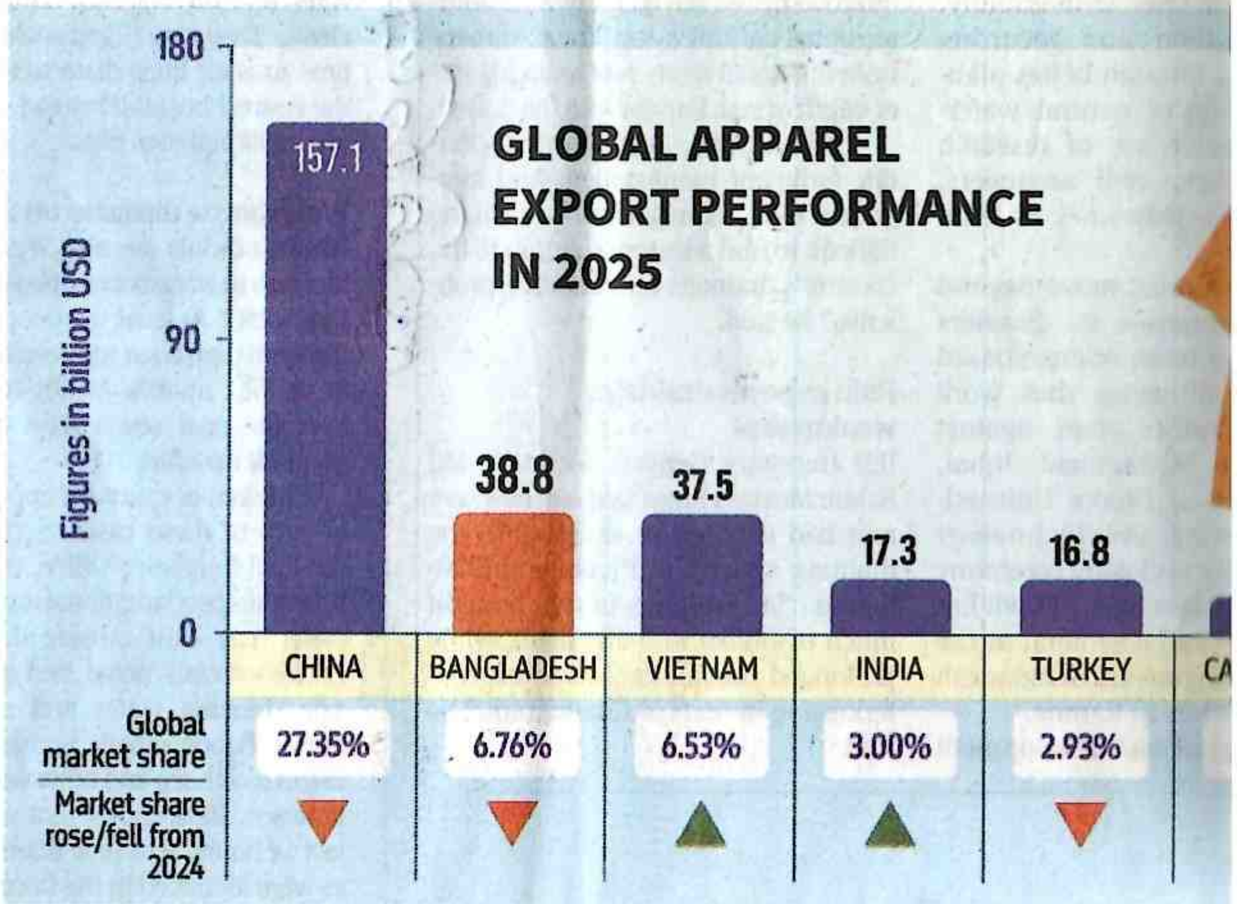

Bangladesh retains 2nd positon

Despite the sluggish performance, Bangladesh maintained a 6.76% share of global apparel exports, behind only China, which accounted for 27.35% of the market.

However, Bangladesh's market share slipped from 7% in 2024, while Vietnam's rose from 6.17% to 6.53%, bringing it closer than ever to overtaking Bangladesh.

Exporters said Bangladesh is struggling to capture new orders at a time when many competing manufacturing hubs are expanding rapidly.

The country's apparel industry has

Bangladesh posts 0.89%

CONTINUED FROM PAGE 3

of global apparel exports has dropped from 31.71% to 27.35%.

Much of the business shifting away from China appears to be benefiting other Asian producers. Vietnam, Cambodia and Pakistan all outpaced global growth, while Bangladesh's expansion remained largely stagnant.

Bangladesh's export performance has also become increasingly volatile. After surging 27.64% in 2022 as global demand rebounded following the pandemic, exports fell 21.49% in 2023 before recovering 7.23% in 2024. The slowdown to less than 1% growth in 2025 suggests the recovery has lost momentum.

Cenbank lifts

CONTINUED FROM PAGE 3

6% of the previous year's sales, as declared in their income tax returns.

Under the revised policy, enter-

Daily Star
ss Standard
JUL 2026

ngladesh
sts 0.89%

NUED FROM PAGE 3

lobal apparel exports has ped from 31.71% to 27.35%. uch of the business shifting from China appears to be fiting other Asian producers. iam, Cambodia and Paki- all outpaced global growth, e Bangladesh's expansion ined largely stagnant.

angladesh's export per- ance has also become in- singly volatile. After surging % in 2022 as global demand unded following the pan- ic, exports fell 21.49% in 2023 re recovering 7.23% in 2024. slowdown to less than 1% th in 2025 suggests the re- ry has lost momentum.

enbank lifts

TINUED FROM PAGE 3

of the previous year's sales, as ared in their income tax returns. Inder the revised policy, enter-

Bangladesh posts 0.89% apparel export growth in 2025, lowest among Asian rivals: WTO

EXPORT – BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh has retained its position as the world's second-largest apparel exporter, but its export growth slowed sharply in 2025, trailing almost all of its major Asian competitors as rivals gained ground in the global market.

According to World Trade Organization (WTO) data released recently, Bangladesh exported $38.82 billion worth of garments in 2025, up just 0.89% from $38.48 billion a year earlier.

The slight increase was well below the 4.46% growth recorded by the global apparel market, reflecting that Bangladesh is losing momentum even as worldwide demand recovers.

Only China, Türkiye and the United States posted declines among the major exporters.

Vietnam, Bangladesh's closest competitor, recorded 10.53% growth to $37.51 billion, narrowing the gap between the two countries to just $1.31 billion. Cambodia registered the fastest expansion among leading exporters at 16.88%, while Pakistan grew 6.83%, Indonesia 5.79%, and India 5.47%.

Fazlul Haque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said the slowdown in Bangladesh's export growth was the main concern as competing countries were outperforming it in the global market.

"China and Vietnam pursued aggressive marketing over the past year, particularly after Trump imposed tariffs and Bangladesh could not match that effort. As a result, we have fallen behind in this challenging market, while our competitors have moved ahead," he said.

He warned that unless Bangladesh regains its lost ground quickly, the decline in market share could become permanent. "If buyers who once sourced 50% of their orders from Bangladesh cut that to 45% and shift the rest elsewhere, it may be difficult to win them back. We need to act now and take prompt measures to regain our lost position."

Bangladesh retains 2nd positon

Despite the sluggish performance, Bangladesh maintained a 6.76% share of global apparel exports, behind only China, which accounted for 27.35% of the market.

However, Bangladesh's market share slipped from 7% in 2024, while Vietnam's rose from 6.17% to 6.53%, bringing it closer than ever to overtaking Bangladesh.

Exporters said Bangladesh is struggling to capture new orders at a time when many competing manufacturing hubs are expanding rapidly.

The country's apparel industry has faced a series of challenges in recent years, including persistent energy shortages, elevated borrowing costs, political uncertainty and weaker investment in manufacturing capacity. Industry leaders have also repeatedly warned that gas shortages and rising production costs are eroding Bangladesh's competitiveness.

China, the world's largest exporter, continued to lose market share as exports fell 4.92% to $157.11 billion in 2025. Since 2021, China's share I SEE PAGE 4 COL 3

The Financial Express

14 JUL 2026

Khosru Mahmud Chowdhury at his ministry on Monday. — PID

BEZA signs $13.7m investment land lease deal

The Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) on Monday signed a land lease agreement with Jenson & Nicholson Packaging Limited for an investment of approximately US$13.7 million to establish a manufacturing facility at the National Special Economic Zone, reports BSS.

Under the agreement, the company will set up the industrial unit on 6.34 acres of land, creating employment opportunities for around 600 people, said a press release.

A subsidiary of Berger Paints, Jenson & Nicholson Packaging Limited will manufacture rigid plastic pails, industrial paints, food-grade packaging and metal packaging to support the backward integration of Berger Paints' manufacturing operations.

During the signing ceremony at the BEZA conference room, officials said Berger Paints has already been allotted 40 acres of land in the same economic zone, where commercial production is expected to begin within the next two months.

Speaking on the occasion, BEZA Executive Member (Investment Development) Saleh Ahmed said the fresh investment by a local industrial group reflects growing investor confidence in the country's economic zones. He said BEZA is committed to providing fast and investment-friendly services to help investors launch production in the shortest possible time.

Rupali Haque Chowdhury, Director of Jenson & Nicholson Packaging Limited and President of the Foreign Investors' Chamber of Commerce and Industry (FICCI), said the investment would strengthen the country's manufacturing sector through modern, environmentally friendly and technology-driven industrialisation.

While appreciating BEZA's initiatives, she urged the authority to expedite utility service connections and address policy-related challenges to further improve the investment climate.

The agreement was signed by Rupali Haque Chowdhury on behalf of Jenson & Nicholson Packaging Limited and Saleh Ahmed on behalf of BEZA in the presence of senior officials from both organisations, the release added.

যাচ্ছে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজ একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। রফতানি হ্রাস, কারখানা বন্ধ, জ্বালানি